তারিখ 22 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

রাজধানীর কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে বৃহস্পতিবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তি সম্মেলনে' জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় যুগান্তর

১২শ' কলেজ অধ্যক্ষকে নিয়ে শান্তি সমাবেশ

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত হাজিরা নেয়াসহ ২০ দফা নির্দেশনা

যুগান্তর রিপোর্ট

জঙ্গিবাদের বিস্তার রোধে সরকারি-বেসরকারি কলেজ অধ্যক্ষদের ২০ দফা নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে : শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন, নিয়মিত হাজিরা নেয়া এবং ক্যাম্পাসের সব স্থান ও শিক্ষার্থীকে নজরদারির মধ্যে আনা। বৃহস্পতিবার মাস্টার্স, অনার্স ও ডিগ্রি পর্যায়ের ১২ শতাধিক কলেজের অধ্যক্ষকে নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাবেশ থেকে এসব নির্দেশনা দেয়া হয়।

'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তি সমাবেশ' নামে এ অনুষ্ঠান রাজধানীর কৃষিবিদ ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, ১০ দিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেই শিক্ষার্থীকে জঙ্গি সন্দেহ করা যাবে না। তার বাবা-মাকে জানাতে হবে। তারাও যদি সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর তথ্য প্রশাসনকে দিতে হবে। নাহিদ আরও বলেন, যদিও মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদে যুক্ত, তবুও তা বাড়তি উদ্বেগের বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ এতে সভাপতিত্ব করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক দিল আফরোজা বেগম, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আলাউদ্দিন, ইডেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক গায়ত্রী চ্যাটার্জি, ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবু সাঈদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান থেকে দেয়া ২০টি নির্দেশনার ১১টি দেন শিক্ষামন্ত্রী। বাকিগুলো দেন ভিসি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একসময়ে বলা হতো মাদ্রাসাগুলো জঙ্গি উৎপাদনের ঘাঁটি। সেখানকার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের নানা প্রলোভনে জঙ্গিবাদের দিকে নিয়ে আসা হচ্ছে। আমি সব সময়ই এ বক্তব্যের বিরোধিতা করতাম। ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

হাজিরা নেয়াসহ ২০ দফা নির্দেশনা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তিনি বলেন, ২-৩ বছর ধরে নামিদামি অনেক প্রতিষ্ঠানে জঙ্গি তৎপরতা চলছে। এসব অপতৎপরতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অভাব-অনটন নেই এমন শিক্ষার্থীদের জঙ্গি হিসেবে রিক্রুট করা হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা এখন খোঁজখবর নিচ্ছি।

নাহিদ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কিছু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা ইউজিসির মাধ্যমে আগেই খোঁজ পেয়েছিলাম। তাদের এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। কিন্তু তারা গুরুত্ব দেয়নি। তিনি বলেন, কলেজ পর্যায়ে জঙ্গিবাদের বিস্তার যাতে না ঘটাতে ও ছাত্র-শিক্ষকদের বিভ্রান্ত করতে না পারে, সেজন্য শিক্ষকদের ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যারা এসব হামলা চালাচ্ছে, তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় বলেই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এটা তাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। যদি তারা ইসলামের পথেই থাকত, তাহলে তারাবির নামাজের সময় নামাজ না পড়ে তারা গুলশানে মানুষ হত্যায় লিপ্ত থাকত না। ইসলাম এ শিক্ষা দেয় না। তারা বরং এসব কাজ করে ইসলামের ক্ষতি করছে। জঙ্গিবাদকে বৈশ্বিক সমস্যা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ইসলাম সম্পর্কে ভুল বার্তা ছড়ানো হচ্ছে। আমরা এসব মেনে নিতে পারি না। এ জন্যই সচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়ে জঙ্গিবাদ ও এর কালো থাবা থেকে আমাদের সন্তানদের মুক্ত রাখতে হবে। আর এ দায়িত্ব নিতে হবে কলেজ শিক্ষকদের। আপনারা কলেজের নেতা। আপনারাই এ দায়িত্ব পালন করবেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদ ঢুকবে আর আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব, তা হয় না। সমগ্র জাতি একসঙ্গে মিলে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেব। তিনি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ জন্য সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জঙ্গিবিরোধী আন্দোলন সমাজে ও পরিবারে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এ সময় শিক্ষামন্ত্রী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যসংবলিত বাংলা বিষয় পড়ানোর নির্দেশনা দেন। জঙ্গি হামলা থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষায় চার পুলিশ সদস্যের আত্মত্যাগ তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ধন্যবাদ জানান।

শিক্ষামন্ত্রীর দেয়া নির্দেশনার মধ্যে আছে— শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নিজের মতো করে উদ্যোগ নেবে। প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত আলোচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীর নৈতিক মূল্যবোধ, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে হবে। ক্লাসরুমের বাইরে সহপাঠ্যক্রম কার্যক্রম— খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বাড়াতে হবে। জাতীয় দিবসে কলেজ খোলা থাকবে ও দিবস পালিত হবে। শিক্ষার্থীরা যেন শিক্ষকের কাছে মনের কথা বলতে পারে, বিশেষ করে কে তাকে প্রলুব্ধ করছে তা যেন সংকোচ ছাড়া বলতে পারে— তেমন পরিবেশ ও ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে। বাবা-মাকে ডেকে সন্তানের ভেতরের পরিবর্তন নজর রাখতে বলতে হবে। জঙ্গিবাদ যে খারাপ সে চেতনা গড়ে তুলতে হবে।

অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদের দেয়া নির্দেশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে— এ ধরনের ঘটনায় যাতে আইনশৃংখলা বাহিনীকে জরুরি তথ্য দেয়া যায়, সে জন্য একটি কলসেন্টার স্থাপন; শিক্ষার্থীদের নিয়মিত হাজিরা নেয়া; যেসব কলেজে আবাসিক হোস্টেল রয়েছে, সেখানে শিক্ষার্থীদের দৈনিক হাজিরা নিশ্চিত করা ও প্রাইভেট শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের নজরদারি বাড়ানো। গরহাজির শিক্ষার্থীদের তালিকা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অভিভাবকদের কাছে পাঠাতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে এসব পদক্ষেপের বাস্তবায়ন মনিটরিং এবং অন্যান্য একাডেমিক-কার্যক্রমের পাশাপাশি এ বিষয়টির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টিম পাঠানো হবে।